মার্কাস্ অরিলিয়সের আত্মচিন্তা

(১৯১১)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

শ্রীলালবিহারী বড়াল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

বড়াল পাড়া, হুগলী।

৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,

এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীবিহারিলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

Who noble ends by noble means obtains,

Or failing, smiles in exile or in chains,

Like good Aurelius let him reign or bleed,

Like Socrates, that man is great indeed.

Pope's Essay on Man.

সতত সুমহৎ কার্য্য সাধি, যে লভে সুমহৎ ফল

ভগ্ন মনোরথ হোলেও সহাস্য বদন নির্জ্জন বাসে

হোক্ রাজ্যভোগ বসি রাজসিংহাসনে অরলিয় সম

কিম্বা সক্রেটিস্ ন্যায় উৎসর্গি জীবন সত্যের লাগি

তিনিই যথার্থ মহৎলোক ভুবনে জানিও নিশ্চয়।

শ্রীলালবিহারী বড়াল।

সূচনা পত্র

আমার অন্তরতম প্রিয়সুহৃদ্ শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের টিণ্ডেরিয়ায় অবস্থানকালে তাঁহাকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে দি–

1. Hervey's Meditations and Contemplations.

2. Meditations of Marcus Aurelius.

3. Consolations of Philosophy.

4. Sturm's Reflections on the works of God.

5. Diary of golden thoughts.

6. Fenelon's Ancient Philosophers.

তিনি এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া Marcus Aureliusএর আত্মচিন্তার উচ্চভাবে বিমোহিত হইয়া একেবারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহার বঙ্গানুবাদ লোকহিতার্থে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তদনুসারে বিগত ১৮২৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাল্গুন মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

আমি তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হই, এবং পুনরায় কবে প্রকাশিত হইবে, তজ্জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। ক্রমে ইহা ১৮৩০ শকের আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও চৈত্রে এবং ১৮৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও ভাদ্রে প্রকাশিত হইয়া শেষ হয়। আমি বঙ্গভাষায় এমন অত্যুজ্জ্বল রত্ন প্রকাশিত হইল দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হই, এবং সর্ব্বসাধারণে এই সকল অমূল্য উপদেশ প্রচার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখি। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও উদারতাগুণে আমাকে এই পুস্তকের সত্ত্বাধিকার অর্পণ করেন।

জনহিতকর বহুবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ প্রযুক্ত, আমি যথা সময়ে ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। পরমপিতা পরমেশ্বর ইহা প্রকাশের শুভযোগ আমাকে আজ দিলেন। আমিও আনন্দমনে ইহা প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যদ্যপি একটিও নরনারীর বিবেক ও বৈরাগ্য জাগ্রত হওত আত্মবোধ সমুদিত হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

বড়াল পাড়া,
হুগলী।
শুভ ১৩ই আষাঢ়,
১৩১৮ সাল।

দীনহীন
শ্রীলালবিহারী বড়াল।

মার্কাস্ অরিলিয়সের

জীবন-বৃত্তান্ত

মার্কাস্ অরিলিয়স্ অ্যাণ্টনাইনস্ দেব-পূজকদিগের মধ্যে একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। তিনি রোম নগরিতে ১২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মদিন কেহ ২১শে কেহ ২৬শে এপ্রিল বলিয়া থাকেন। তাঁহার পিতা Annius Verus, তাঁহার মাতার নাম Domicia Calvilla কিম্বা Lucilla. তাঁহার উভয় মাতৃ ও পিতৃকুল মহৎ বংশসম্ভূত। মাতা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীসম্ভূতা এবং পিতা Numa Pompelius হইতে অধস্তন। মার্কাসের বাল্যাবস্থায় পিতৃ বিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহাকে তাঁহার পিতামহ Annius Verus পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সার্থক ও সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার মহৎগুণসকল প্রস্ফুটিত হইলে সম্রাট Hadrianএর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Hadrianএর মৃত্যুর পর Antonius Pius রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে, মার্কাসের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন। তাঁহার ১৫ বৎসর বয়সে, মনোহারিণী, প্রফুল্লহৃদয়া ও তীক্ষবুদ্ধি কন্যা Fastiniaর সহিত বিবাহ হয়। যৌবনে অরিলিয়সের বিদ্যাশিক্ষা কিরূপ সম্পূর্ণভাবে হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

Professor Laing বলেন—"Such a body of teachers distinguished by their acquirements and their character will hardly be collected again, and as to the pupil we have not had one like him since."

বাল্যে তাঁহার মাতা ও পিতামহ দ্বারা যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহার "Meditations"এ বলিয়াছেন—

"To the gods I am indebted for having good grandfathers, good parents, a good sister, good teachers, good associates, good kinsmen and friends, nearly everything good."

রোমীয় সাধারণ বিদ্যালয়ে তিনি কখনও যান নাই। Rusticus তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু ছিলেন, তিনি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার গুরুকে রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পদে অভিষিক্ত করেন। ইহাতে তাঁহার গুরুভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎকালে রোমীয় প্রথানুসারে তিনি কবিতা ও অলঙ্কার শাস্ত্র Heriods Atticus এবং M. Cornelieus Frontoর নিকট শিক্ষা করেন। পরন্তু একাদশ বৎসর বয়সে আইন ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা আরম্ভ করেন; এই পথেই তিনি আজীবন চলিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বৈরাগী Diogenitusএর সহিত পরিচিত হয়েন ও তাঁহার শিক্ষায় বিমুগ্ধ হওতঃ তাঁহাদের দলের পরিচ্ছদ পরিধান করেন, এবং দুইজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞকে শিক্ষকরূপে বরণ করেন; যথা, ১ Sextus of Chaeronea, ২ Volacianus Marcianus। তিনি সর্ব্বান্তকরণে তাঁহাদের শিক্ষা অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং এরূপ কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেন, যে তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। গুরু সকাশে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি লাভ করিয়া আজীবন প্রতিপালন করিয়াছিলেন;—যথা, ১। কঠিন পরিশ্রম। ২। ভোগবিলাস বর্জ্জন। ৩। নিন্দাবাদে ঘৃণা। ৪। বিপত্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন। ৫। সঙ্কল্পে দৃঢ়তা সংস্থাপন। ৬। অকপট গাম্ভীর্য্য। ৭। কোমলভাবে অন্যের দোষ সংশোধন। ৮। স্বকীয় অবকাশাভাব অথবা বিশেষ কার্য্য নিবন্ধন সময়াভাবের আপত্তি প্রচার না করা।

তাঁহার শিক্ষার মধ্যে তিনি সতত তাঁহার মধুর কোমল সরল প্রকৃতি রক্ষা করিয়া জনসাধারণের নিকট আজীবন আদরণীয় ও প্রতিভাজন হইয়াছিলেন।

তাঁহার সুন্দরী পত্নী Fastinia উপর্য্যুপরি ১১টা অপত্য উৎপাদন করত Taurus পর্ব্বতের পাদমূলে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার স্বামী তাঁহার স্মৃতি সযতনে রক্ষা করিয়াছিলেন। Fastinia দেবীরূপে পরিগণিতা হইয়াছিলেন, তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর বাহির হইয়াছিল যাহাতে এই কথাটী লেখা আছে Pudicitia অর্থাৎ পতিব্রতা।

এক্ষণে অরিলিয়স্ জার্ম্মান্ জাতির (Marcomanni, Quadi এবং Hormunduri) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, এবং বৃদ্ধাবস্থায় শ্রান্ত দেহভার ও নিঃশেষ রাজকোষ লইয়া এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে মারীভয়ে অনেক লোক বিনষ্ট হইয়াছিল এবং যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা নিরাশায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। এই সকল দুর্বিপাক সত্ত্বেও অরিলিয়স্ তিন বৎসর অকুতোভয়ে ও বীরদর্পে এই যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাতে শত্রু দমনও হইয়া আইসে, পরন্তু জার্ম্মান্ সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কেহ বলেন ৬০ বৎসর, কেহ

বলেন ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে Vindobona এক্ষণকার Vienna নগরীতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

"His end was like his life-deliberate, unflinching, resolute. Six days of inability to eat or drink, through which the habit of duty struggled against the failing body."

রোমীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম জ্বলন্ত অক্ষরে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার সুখ্যাতি , কেবল মাত্র খৃষ্টান নিগ্রহ কলঙ্ক ব্যতীত অটুট রহিয়াছে।

"Marcus, my father! Marcus, my brother! Marcus, my son!" cried the bereaved citizens.

At his funeral the ordinary lamentations were omitted, and men said to one another "He whom the gods lent us, has rejoined the gods".

His ashes were deposited in the tomb of Hadrian. His death was lamented throughout the empire. The sculptured pillar erected by M. Aurelius and the senate to his memory "the Antonine Colum" is still one grand ornament of Rome. He was ranked amongst the gods and almost every person had a statue of him in their houses.

একজন খ্যাতনামা ইয়োরোপীও পণ্ডিত বলিয়াছেন–

"Aurelius regarded himself as being, in fact, the servant of all. It was his duty, like that, of the bull in the herd, or the ram among the flocks; to confront every peril in his own person, to be foremost in all the hardships of war; and most deeply immersed in all the toils of peace. What gives the sentences of Marcus Aurelius their enduring value and fascination is that they are the gospel of his life. His practice was in accordance with his precepts, or rather his precepts are simply the

records of his practice.—To the saintliness of the cloister he added the wisdom of the man of the world."

"In the whole range of Greek literature no work (excepting the New Testament) has wider vogue and currency, than these untutored meditations of the Imperial moralist. Their spell lies in their sincerity; in them through endurance, through isolation, and through self-restraint, soul speaks to soul; sombre though they be, subdued and passionless, yet the words "have hands and feet"; and they become, as has been said, a sort of "high-water mark of unassisted virtue." They are not congenial to all moods or temperaments—but in their own province they possess a singular power of dignifying duty, of shaming weakness, and of rebuking discontent. In the words of Matthew Arnold, "He remains the especial friend and comforter of all clear-headed and scrupulous, yet pure-hearted, and upward-striving men, in those ages most especially that walk by sight, not by faith, but yet have no open vision. He cannot give such souls, perhaps, all they yearn for, but he gives them much; and what he gives them they can receive."

দীনহীন

শ্রীলালবিহারী বড়াল।

সূচিপত্র :

মার্কাস্ অরিলিয়সের আত্মচিন্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। প্রতিদিন প্রভাতে স্মরণ করিও, রাত্রি আসিবার পূর্ব্বেই, কোন-না-কোন অনধিকার চর্চ্চাকারী ব্যক্তি, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি, কটুভাষী ব্যক্তি,–কোন-না-কোন শঠ ঈর্ষাপরায়ণ অসামাজিক বর্ব্বর ইতর ব্যক্তির সহিত তোমার সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে। ভাল মন্দের অজ্ঞতা হইতেই তাহাদের এই সমস্ত কুটিলতা ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় উৎপন্ন হয়। সৌভাগ্যবশতঃ আমি ভাল কাজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মন্দ কাজের কদর্য্যতা বুঝিতে পারি; আমার ধ্রুব বিশ্বাস, যে ব্যক্তি আমাকে বিরক্ত করিতেছে সে আমার আত্মীয়; এক রক্তমাংসের না হইলেও আমাদের উভয়ের মন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ; কেন না, উভয়ই এক ঈশ্বর হইতে প্রসূত। ইহাও আমার ধ্রুব বিশ্বাস, কেহই আমার বাস্তবিক ক্ষতি করিতে পারে না, কেন না কেহই আমাকে বলপূর্ব্বক অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। আমার ন্যায় যাহার একই প্রকৃতি, যে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, কোন্ প্রাণে আমি তাহাকে ঘৃণা করিব–তাহার কথায় রাগ করিব? দুই হাত, দুই পা, দুই চোখের পাতা, উপরের ও নীচেকার দন্তপাঁতি যেরূপ পরস্পরকে সাহায্য করে, আমরাও সেইরূপ পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব পরস্পরের সহিত বিরোধ করা নিতান্তই অস্বাভাবিক। ক্রোধ ও বিদ্বেষের মধ্যে এইরূপ একটা অমিত্রোচিত ভাব প্রকাশ পায়।

২। এই কয়েকটি জিনিসে আমার জীবন গঠিত;–রক্তমাংস, নিশ্বাস ও মনের একটি নিয়ামক অংশ। মনকে বিক্ষুব্ধ হইতে দিও না। ইহা নিষিদ্ধ। আর শরীরের কথা যদি বল ,–শরীরকে এমনি ভাবে দেখিবে যেন এখনি তোমার মৃত্যু হইতেছে। কেন না , শরীর জিনিসটা কি?–একটু রক্ত, আর কতকগুলা অস্থি বইত আর কিছুই নয়; স্নায়ু, শিরা, নাড়ী প্রভৃতির দ্বারা একখানি জাল বোনা হইয়াছে। তাহার পর, নিশ্বাস জিনিসটা কি?–একটু বাতাস, তাও আবার স্থায়ী নহে–ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র ঐ বাতাসকে একবার বাহির করিয়া দিতেছে, আবার ভিতরে শোষণ করিয়া লইতেছে। তোমার জীবনের তৃতীয় অংশটি–নিয়ামক অংশ। বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ; এই উৎকৃষ্ট অংশটিকে আর দাসত্ব করিতে দিও না। যেন উহা স্বার্থপর বৃত্তিসমূহের দ্বারা চালিত না হয়; উহা যেন ভবিতব্যতার সহিত বিরোধ না করে, বর্ত্তমানে বিচলিত ও ভবিষ্যতের জন্য ভীত না হয়।

৩। দেবতাদের কাজের মধ্যে বিধাতার হাত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এমন কি , আকস্মিক ঘটনাও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে; কেন না, যে কারণশৃঙ্খলা বিধাতৃবিধানের অধীন, উহা সেই কারণশৃঙ্খলা প্রসূত একটি কার্য্যমাত্র। বস্তুতঃ পদার্থমাত্রই ঐ একই উ ৎস হইতে বিনিঃসৃত। তা ছাড়া, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একটা প্রয়োজন–একটা স্বার্থ আছে; তুমি সেই ব্রহ্মাণ্ডেরই একটি অংশমাত্র। অতএব বিশ্বপ্রকৃতিকে যাহা ধারণ করিয়া আছে, তাহা বিশ্ব প্রকৃতির প্রত্যেক অংশেরও পক্ষে প্রয়োজনীয় ও হিতজনক; কিন্তু জগৎ পরিবর্ত্তনের উপর স্থিতি করিতেছে, মৌলিক ও মিশ্র ভূতের বিকার ও পরিণামের দ্বারাই জগৎ সংরক্ষিত হইতেছে। একদিকে ক্ষতি হইলে, আর এক দিকে তাহ পূরণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তুমি সন্তুষ্ট হও, এবং ইহাকেই তোমার জীবনের বীজমন্ত্র করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আর আক্ষেপ করিতে হইবে না;–যাহা পাইয়াছ তজ্জন্য দেবতাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিয়া, হাসিতে হাসিতে এখান হইতে প্রস্থান করিতে পরিবে।

৪। স্মরণ করিও, তোমার যাহা ইষ্টজনক তাহার প্রতি মনোযোগী না হইয়া, কতবার “আজ কাল” করিয়া তাহা স্থগিত রাখিয়াছ, এবং দেবতারা তোমাকে যে সব অবসর দিয়াছেন তুমি তাহা হেলায় হারাইয়াছ। আর কালহরণ করিও না; এখন ভাবিয়া দেখ, কি প্রকার জগতের তুমি একটি অংশ, এবং কি প্রকার নিয়ন্তা পুরুষ হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ; একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমার কাজ করিতে হইবে; যদি তুমি এই সময়ের মধ্যে নিজের উন্নতিসাধন না কর, আত্মাকে উজ্জ্বল না কর, মনকে শান্ত না কর, তাহা হইলে, কাল তোমাকে শীঘ্র হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, আর উদ্ধারের উপায় থাকিবে না।

৫। এই কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে, তুমি মনুষ্য ও তুমি একজন রোমক; সম্পূর্ণ ও অকৃত্রিম গাম্ভীর্য্য, মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতাসহকারে প্রত্যেক কার্য্য সাধন করিবে। এবং এমন কোন কল্পনা ও খেয়াল মনে স্থান দিবে না যাহা ঐ সকল গুণকে বাধা দিতে পারে। প্রত্যেক কার্য্য তোমার জীবনের যেন শেষ কার্য্য–এই রূপ মনে করিয়া যদি কাজ কর, যদি তোমার প্রবৃত্তি ও তৃষ্ণাদি তোমার প্রজ্ঞার বিরোধী না হয়, হঠকারিতা হইতে যদি দুরে থাক, কপটতা ও স্বার্থপরতা তোমাকে যদি স্পর্শ না করে, নিজ অদৃষ্টের জন্য তুমি যদি আক্ষেপ না কর, তবেই তাহা করা সম্ভব হইবে। দেখ, কত অল্প বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই, মানুষ দেবতার মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে; কেন না, এই অল্প কতকগুলি কাজ করিলেই, দেবতারা মানুষের নিকট হইতে যাহা চাহেন তৎসমস্তই তাহার করা হয়।

৬। অন্তরাত্মা! এখনও কি তুই আপনাকে অবমাননা করিবি! দেখ্, আপনাকে সম্মান করিবারও আর বড় সময় থাকিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন এর-মধ্যেই প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে; তথাপি আপনার প্রতি নির্ভর করিয়া তুই অন্যের হৃদয়ের উপর, তোর সুখকে স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্!

৭। আকস্মিক ঘটনা কিংবা বহির্বিষয়ে যেন তোমার মন একেবারে নিমগ্ন হইয়া না থাকে। যাহাতে ভাল বিষয় শিক্ষা করিবার অবসর পাও এইজন্য মনকে শান্ত রাখিবে, বিনির্ম্মুক্ত রাখিবে,−বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনকে ভ্রমণ করিতে দিবে না। ইহা ছাড়া, আর এক প্রকার চাঞ্চল্য বর্জ্জন করিতে হইবে; কেন না, কেহ কেহ ভারী ব্যস্ত, অথচ কিছুই করে না; তাহারা আপনাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলে, অথচ তাহাদের কোন গন্তব্য স্থান নাই, তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই−কার্য্যের কোন উদ্দেশ্য নাই।

৮। অপরের মনের কথা না জানিতে পারায় কোন লোক প্রায় অসুখী হয় না , কিন্তু যে আপনার মনের ভাবগতি না জানে সে নিশ্চয়ই অসুখী হয়।

৯। এই কথাগুলি সর্ব্বদাই হাতের কাছে থাকা আবশ্যকঃ−

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি, আমার নিজের প্রকৃতি,−এহ উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ, কি প্রকার সমষ্টির ইহা কি প্রকার অংশ, আমি যে মহাসত্তার অংশ সেই সত্তার অনুযায়ী কাজ করিতে,−কথা কহিতে কোন মর্ত্ত্য মানব আমাকে বাধা দিতে পারে না;−এই সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

১০। থিওফ্রেটস্ মানব-কৃত অপরাধের তারতম্য তুলনা করিয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর মত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেনঃ−ক্রোধ-প্রসূত অপকর্ম্ম অপেক্ষা বাসনা-প্রসূত অপকর্ম্ম আরও গুরুতর। কারণ, যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, সে অনিচ্ছাপূর্ব্বক কষ্টের সহিত বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করে, এবং তাহার চৈতন্য হইবার পূর্ব্বেই সে সংযমের বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখের লালসায়

অভিভূত হইয়া, যথেচ্ছাচার করে, সে আত্ম-কর্ত্তৃত্ব হইতে ও মনুষ্যোচিত সংযম হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব তিনি তত্ত্বজ্ঞানীর মতোই এই কথা বলিয়াছেন যে,–যে ব্যক্তি দুঃখের সহিত পাপাচরণ করে, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি সুখের সহিত পাপাচরণ করে সেই অধিক অপরাধী। কারণ , প্রথম ব্যক্তি কতকটা অপরের আঘাতে ব্যথিত, এবং সেই ব্যথাই তাহার ক্রোধকে উত্তেজিত করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তি হইতে কার্য্য আরম্ভ করে, এবং কেবল বাসনার বশেই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

১১। তোমার সমস্ত কর্ম্ম, বাক্য ও চিন্তাকে এই অনুসারে নিয়মিত করিবে; কেন না এই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু হইতে পারে! আর এই মৃত্যুটা এতই-কি গুরুতর ব্যাপার? যদি দেবতারা সত্যই থাকেন, তবে তোমার কোন কষ্ট নাই, কারণ, তাঁহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিবেন না। যদি তাঁহারা না থাকেন, অথবা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন–তবে আর কিসের চিন্তা? দেবতাহীন কিংবা বিধাতৃহীন জগতে থাকিয়া কি লাভ?–ওরূপ জগতে না থাকাই ভাল। কিন্তু বাস্তবপক্ষে, দেবতারা আছেন এবং মানুষের ব্যাপারে তাঁহাদের সংস্রব ও মমতা আছে, ইহাতে সংশয় নাই। যাহা প্রকৃত দুঃখ তাহাতে মানুষ যাহাতে পতিত না হয়, তাঁহারা তাহাকে এরূপ শক্তি দিয়াছেন। যদি অন্য দুঃখ কষ্ট বাস্তবিকই অমঙ্গল হইত, তাহা হইলে উহা বর্জ্জন করিবার শক্তিও তাহাকে দিতেন। কিন্তু যাহা মানুষকে হীন না করে, তাহা তাহার জীবনকে হীন করিবে কি করিয়া? আমি এ কথা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, বিশ্বপ্রকৃতি কেবল জ্ঞানের অভাবে, এই সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন, অথবা জানিয়া-বুঝিয়াও শুধু শক্তির অভাবে এই ত্রুটি নিবারণ কিংবা সংশোধন করিতে পারেন নাই; অথবা শক্তি কিংবা দক্ষতার অভাবে, সৎ ও অসৎ ব্যক্তির জীবনে ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষভাবে ঘটতে দিয়াছেন। ফলতঃ, জীবন মৃত্যু, মান অপমান, সুখ দুঃখ, ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য–এই সকল জিনিস–কি পুণ্যবান্, কি পাপী,–সকলেরই ভাগ্যে সমানরূপে নির্দ্দিষ্ট। কেন না, এই সকল জিনিসে কোন প্রকৃত হীনতা বা মহত্ত্ব নাই; এবং সেই জন্যই আসলে উহা ভালও নহে, মন্দও নহে।

১২। বিবেচনা করিয়া দেখ, পদার্থ সকল কত শীঘ্র বিশ্লিষ্ট ও বিলীন হইয়া যায়;–পদার্থসকল জগৎসত্তার মধ্যে এবং তাহাদের স্মৃতিগুলি কাল ও মহাকালের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলা কিরূপ,–বিশেষতঃ সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলা যাহা আমাদিগকে সুখ দিয়া মুগ্ধ করে, কষ্ট দিয়া ভয় দেখায়, কিংবা ফাঁকা সুখ্যাতির জন্য আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করে। একটু চিন্তা করিলেই জানিতে পারিবে, এই সমস্ত জিনিস কি অপদার্থ, কি

জঘন্য, কি ক্ষুদ্র, কত শীঘ্র উহা শুষ্ক হইয়া যায়–মরিয়া যায়। জানিতে পারিবে, সেই সকল লোকগুলাই বা কিরূপ–যাহাদের খেয়ালের উপর, যাহাদের প্রশংসার উপর, এই সুখ্যাতি নির্ভর করে। মৃত্যুর প্রকৃতি কি তাহাও জানিতে পারিবে। মৃত্যু হইতে যদি মৃত্যুর আড়ম্বর ও বিভীষিকাকে অপনীত কর, তাহা হইলে দেখিবে, উহা একটা প্রাকৃতিক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতির কার্য্যকে যে ভয় করে, সে নিতান্তই শিশু; মৃত্যু শুধু প্রকৃতির কার্য্য নহে, উহা প্রকৃতির হিতজনক কার্য্য। সর্ব্বশেষে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশ্বরের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ,–আমাদের সত্তার কোন্ অংশের সহিত এবং সেই অংশের কোন বিশেষ অবস্থার সহিত ঈশ্বরের যোগ।

১৩। যে ব্যক্তির কৌতুহল কেবল বহির্বিষয়েই বিচরণ করে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। অনেকে অন্যের মনের ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য খুবই ব্যস্ত, কিন্তু তাহারা বিবেচনা করেন–আপনার অন্তরে যে দেবতা রহিয়াছেন সেই অন্তর্দেবতার পূজা অর্চ্চনা ও সেবা করিলেই যথেষ্ট হয়। সমস্ত উগ্র প্রবৃত্তি, সকল প্রকার মন্দভাব, হঠকারিতা ও মিথ্যাভিমান, দেবতা ও মনুষ্যের প্রতি অসন্তোষ–এই সমস্ত হইতে চিত্তকে বিমুক্ত ও পরিশুদ্ধ রাখা–ইহাই অন্তর্দেবতার পূজানুষ্ঠান। দেবতারা জগতের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন–এই জন্য দেবতাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করা কর্ত্তব্য, এবং মনুষ্যগণের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মানুষের কাজকেও আমাদের ভালভাবে দেখা উচিত। তাছাড়া ভাল মন্দর জ্ঞান না থাকা প্রযুক্ত অনেক সময়ে মানুষের প্রতি কৃপাদৃষ্টিও করিতে হয়। অন্ধব্যক্তি যেরূপ সাদা কালোর প্রভেদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ নৈতিক গুণ সমূহের প্রভেদ বিচার করিতে না পারাও একটা স্বভাবের ন্যুনতা।

১৪। যদি তুমি তিন হাজার কিংবা ত্রিশ হাজার বৎসরও বাঁচিয়া থাক, তবু স্মরণ রাখিও, যে জীবন এখন তুমি যাপন করিতেছ সেই জীবন ছাড়া আর কোন জীবন তুমি হারাইবেনা ; অথবা যে জীবন তুমি হারাইবে সে জীবন ছাড়া তোমার আর কোন জীবন নাই। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ জীবন ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পস্থায়ী জীবন গণনায় একই। সর্ব্বস্থলেই, বর্ত্তমানের স্থায়িত্ব সমান। অতএব প্রত্যেকেরই নাশের পরিমাণ একই রূপ–ইহা কালের একটি বিন্দুমাত্র; কেহই অতীত ও ভবিষ্যৎকে হারাইতে পারে না। কেননা যাহার যে জিনিস নাই সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে কি করিয়া? এই সমস্ত কারণে দুইটি তত্ত্ব শুধু আমাদের মনে রাখিতে হইবে। একটি এই–প্রকৃতি চক্রগতিতে ভ্রমণ করে–সমস্ত অনন্ত কালে, তাহার একই মুখ প্রকাশ পায়। সুতরাং কোন মানুষ একশত বৎসর, দুইশত বৎসর, কিংবা আরও অনেক বৎসর বাঁচিল–তাহাতে, কি যায় আসে?

ইহাতে তাহার এইমাত্র লাভ হয়, সে একই দৃশ্য অনেকবার দেখে। আর একটি কথা এই, যখন দীর্ঘজীবী ও অল্পজীবী ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহাদের ক্ষতি একই রূপ। যে বর্তমান তাহাদের আছে সেই বর্তমানকেই তাহার হারায়, কেন না, যাহার যে জিনিস নাই তাহাকে হারান বলা যায় না।

১৫। "সিনিক্" সম্প্রদায়ের তত্ত্বজ্ঞানী মনিমস্ (Monimus) বলিতেন, পদার্থ মাত্রই মনের ভাব। এই উক্তিটিতে যে টুকু সত্য আছে, শুধু যদি সেই টুকুই গ্রহণ করা যায়, তবেই উহার দ্বারা কিছু উপকার দর্শিতে পারে।

১৬। কোন মনুষ্যের আত্মা নানা প্রকারে আপনাকে পীড়া দিতে পারে। প্রথমতঃ যখন কাহারও আত্মা বিস্ফোটকের ভাব ধারণ করে—জগতের পৃষ্ঠে একটা অধিমাংস হইয়া অবস্থিতি করে—সেই এক প্রকার পীড়া। কোন প্রাকৃতিক ঘটনায় উত্ত্যক্ত হইলে, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি হইতে আপনাকে বিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য কাহাকে বিদ্বেষ করে, কিংবা কাহারও অনিষ্ট কামনা করে, তাহা হইলেও তাহার আত্মার ঐ একই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তৃতীয়তঃ, সুখ কিংবা দুঃখে অভিভূত হইলে, চতুর্থতঃ, কর্ম্মে ও বাক্যে ছলনা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচরণ করিলে, পঞ্চমতঃ, কি কাজ করিতেছে না জানিয়া উদ্দেশ্যহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেও আত্মার অনিষ্ট করা হয়। অতি ক্ষুদ্র কাজ হইলেও তাহার একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। বুদ্ধি বিবেচনা ও বিধিব্যবস্থা অনুসারে চলাই জ্ঞানবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য।

১৭। মনুষ্যজীবনের পরিমাণ একটি বিন্দুমাত্র; এই জীবনের বস্তু ক্রমাগত ভাসিয়া চলিয়াছে, ইহার জ্ঞানদৃষ্টি অতীব ক্ষীণ ও অস্পষ্ট এবং ইহার সমস্ত উপাদান গলিত হইবার দিকে উন্মুখ। মন একটা আবর্ত্ত বিশেষ। ভাগ্যের কথা কিছুই অনুমান করা যায় না। এবং যশের কোন ভাল মন্দ বিচার নাই। এক কথায়, আমাদের শরীর,—নদীর প্রবাহবৎ; আমাদের মন—স্বপ্ন ও জলবিম্ববৎ। মানব-জীবন শুধু এক প্রকার সংগ্রাম ও দেশভ্রমণ, এবং যশের শেষ পরিণাম—বিস্মৃতি। মনুষ্যের মধ্যে টিকিয়া থাকে তবে কোন্ জিনিস্?—তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই না। এখন তত্ত্বজ্ঞানের কাজটা কি? তত্ত্বজ্ঞানের কাজ,—আমাদের অন্তর্দেবতাকে অনিষ্ট ও অপমান হইতে রক্ষা করা—সুখ দুঃখ হইতে উচ্চতর ভূমিতে তাঁহাকে স্থাপন করা, অব্যবস্থিতরূপে, ছদ্মভাবে ও ছলনাপূর্ব্বক কোন কাজ না করা এবং অন্যের মনোভাবের নিরপেক্ষ হইয়া অবস্থিতি করা। তা'ছাড়া, তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়, বস্তু সকল যে ভাবে আসিবে মন যেন তাহাই গ্রহণ করে; যাহার ভাগ্যে যে জিনিস পড়িবে তাহাই

যেন সে মানিয়া লয়–কোন আপত্তি না করে; কেন না, মন যে কারণ হইতে উৎপন্ন–এই জিনিস্‌গুলিও সেই একই কারণ হইতে উৎপন্ন। সর্ব্বোপরি, মৃত্যুকে সহজভাবে দেখিবে; ইহা আর কিছুই নহে–প্রত্যেক বস্তু যে পঞ্চভূতে গঠিত, উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই পঞ্চভূতেই আবার মিশিয়া যায় এই মাত্র। দেখ, স্বয়ং পঞ্চভূত যদি পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তবে যদি তাহাদের গঠিত সমস্ত বস্তুই পরিবর্ত্তিত ও বিলীন হইয়া যায় তাহাতে কি হানি? কেন তবে মানুষ উহাদের পরিণামে এত চিন্তিত হয়? ইহা প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী ছাড়া ত আর কিছুই নহে; আর প্রকৃতি কখনই কাহার অনিষ্ট করে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। আমাদের স্মরণ করা উচিত, জীবন ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই উহার অল্প অংশ অবশিষ্ট থাকিতেছে; এবং সেই সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করা উচিত, যদি মানুষের পরমায়ু এখনকার অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন সমান চালে চলিতে পারিত কি না, কাজ করিবার বুদ্ধি থাকিত কি না, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় চিন্তা করিবার শক্তি থাকিত কি না, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। কেন না, একথা সত্য, মানুষ জরাগ্রস্ত হইলেও তাহার প্রাণী-শরীরের ক্রিয়াগুলি চলিতে থাকে; সে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, তাহার দেহ পুষ্ট হইতে পারে, তাহার কল্পনা থাকিতে পারে, তাহার প্রবৃত্তি বাসনাদি থাকিতে পারে; কিন্তু জীবনের সদ্ব্যবহার করা, পূর্ণমাত্রায় কর্ত্তব্যসাধন করা, বুদ্ধিবিবেচনার সহিত কাজ করা, বস্তু ও অবস্তু বিচার করিয়া দেখা,–এসমস্ত বিষয়ের পক্ষে সে মৃত বলিলেও হয়। অতএব আমাদিগকে খুব দ্রুত পদে চলিতে হইবে, সমস্ত কাজ যত শীঘ্র পারি গুছাইয়া লইতে হইবে; কেন না, মৃত্যু ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে তা'ছাড়া, কখন কখন, আমাদের পূর্ব্বেই আমাদের বুদ্ধির মৃত্যুদশা উপস্থিত হয়।

২। নৈসর্গিক বস্তুর যাহা কিছু নৈসর্গিকভাবে ঘটে তাহাই মনোহর ও আনন্দপ্রদ। ডুমুর যখন খুব পাকিয়া উঠে, তখন আপনা হইতেই তাহার মুখ খুলিয়া যায়; জলপাইগুলা যখন পাকিয়া ভূতলে পতিত হয় তখন তাহাদিগকে কেমন সুন্দর দেখায়। ধান্য-শীষের বাঁকিয়া পড়া, সিংহের ভ্রকুটি, ভল্লুকের ফেন-ফুৎকার–এ সমস্ত যদি এক-এক করিয়া পৃথক্‌ভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে উহাদিগকে সুন্দরের বিপরীত বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহাদিগকে যদি বিশ্বপ্রকৃতির কার্য্য বলিয়া দেখা যায় তবে উহাই সুশোভন ও চিত্তাকর্ষক হইয় উঠে। এইরূপ মার্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখিলে, ফুটন্ত যৌবনের ন্যায়, বার্দ্ধক্যের পরিপক্বতার মধ্যেও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য, এ সৌন্দর্য্য সকলেই দেখিতে পায় না, যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সুর মিলাইয়া তন্ময় হইয়াছে তাহারাই এই সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।

৩। যে হিপক্রিটিস্ কত রোগ সারাইয়াছেন, শেষে তিনি নিজেই পীড়িত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। যে চ্যাল্‌ডীয় জাতি অন্যের মৃত্যু গণনা করিত, অবশেষে তাহাদের নিজেরই সেই দশা উপস্থিত হইল। আলেকৃজাণ্ডার, পম্পে, জুলিয়াস্-সীজার, কত নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন, শেষে তাঁহারাও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কালানলে ভস্মীভূত হইবে বলিয়া যে হিরাক্লিটস্ কত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাঁহার জলজনিত উদরী রোগে মৃত্যু হইল। ডেমক্রিটস্‌কে পোকায়

খাইল; আর একপ্রকার কীট সক্রেটিস্‌কে বিনাশ করিল। এই সকল দৃষ্টান্ত কিসের জন্য? দেখ; তোমরা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়াছ, বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছ; ইতস্ততঃ না করিয়া এইবার তবে জাহাজ হইতে নামিয়া পড়। যদি আর এক জগতের ডাঙ্গায় আসিয়া নামিয়া থাক,— তাহাতে ভয় নাই, সেখানে অনেক দেবতা আছেন, তাঁহারা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; আর যদি তুমি শূন্য নাস্তিত্বের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া থাক তাহাতেই বা কি? তাহা হইলে তুমি ত সুখ দুঃখের হাত হইতে একেবারেই নিষ্কৃতি পাইলে। তাহা হইলে দেহরূপ বহিরাচ্ছাদনের জন্য আর তোমাকে গাধার খাটুনি খাটিতে হইবে না। যে যে-পরিমাণে যোগ্য, তাহার বহিরাচ্ছাদনটি সেই পরিমাণে অযোগ্য; কেন না, একটি আত্মময়, জ্ঞানময়, দেবপ্রকৃতি;—আর একটি, ধূলা আবর্জ্জনা বই আর কিছুই নহে।

৪। অন্যের সহিত যেখানে তোমার স্বার্থ সমান সেই স্থল ছাড়া আর কোন স্থলেই অন্যের বিষয় লইয়া তোমার মনকে ব্যাপৃত রাখিবে না। পরচর্চ্চায় মন দিলে—অর্থাৎ অপরে কি কথা বলিতেছে, কি ভাবিতেছে, কি ফন্দি করিতেছে, কি মৎলবে কি কাজ করিতেছে—এই সমস্ত বিষয় ভাবিতে গেলে, আপনাকে ভুলিয়া যাইতে হয়,—আপনার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব নিরর্থক কোন বিষয়ে আপনার মনকে ব্যাপৃত রাখিবে না, কিংবা তোমার চিন্তার প্রবাহের মধ্যে আর কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা অনিয়া ফেলিবে না। বিশেষতঃ এইরূপ অনুসন্ধানে অযথা কৌতুহল ও দ্বেষহিংসা বর্জ্জন করিবে। অতএব যাহার বিষয়ে তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি মন খুলিয়া প্রকাশ করিতে পার না এমন সকল চিন্তা হইতে বিরত হইতে অভ্যাস করিবে। তুমি যাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে, তাহাতে অকাপট্য, সদ্ভাব, সাধারণের শুভচিন্তা ভিন্ন আর কিছুই যেন স্থান না পায়; তাহার মধ্যে যেন কোন প্রকার খেয়াল-কল্পনা, দ্বেষ, অসূয়া কিংবা অন্যায় সন্দেহের ভাব না থাকে। অর্থাৎ এমন কোন কথা বলিবে না যাহা বলিতে লজ্জা হয়। যিনি সাধনার দ্বারা এইরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তিনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের নিয়োজিত একপ্রকার আচার্য্য ও পুরোহিত; তাঁহার অন্তরে যে দেবতা অধিষ্ঠিত তিনি সেই দেবতার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সেই দেবতার সাহায্যেই তিনি সংরক্ষিত; সুখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, দুঃখ তাঁহার হৃদয়কে ভেদ করিতে পারে না, তিনি সুখের স্পর্শে অনাকৃষ্ট, দুঃখের বাণে দুর্ভেদ্য, তাঁহার কেহই অনিষ্ট করিতে পারে না, তিনি দুষ্ট লোকের দ্বেষ হিংসার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এইরূপে অন্তরের রিপুগণকে দমন করিবার জন্য তিনি নিয়তই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; এবং ন্যায়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার ভাগ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে তিনি তাহা অম্লান বদনে গ্রহণ করিতেছেন। সাধারণের প্রয়োজন ও হিতের জন্য আবশ্যক না হইলে, তিনি অন্যের বাক্য চিন্তা ও কার্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তিনি আপনার কাজ লইয়াই ব্যাপৃত

থাকেন, এবং বিধাতা তাঁহাকে যেরূপ অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল পালন করেন। তিনি ভাবেন তাঁহার ভাগ্য যখন তাঁহার উপযোগী, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপযোগী। তিনি বিবেচনা করেন, জ্ঞানের মূলতত্ত্বটিই সকল মনুষ্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, এবং ভূতদয়া ও সমস্ত জগতের ইষ্টচিন্তা, মানব-প্রকৃতিরই একটি অংশ। যাঁহারা বিশ্ব প্রকৃতির সহিত মিল করিয়া জীবন যাপনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও প্রশংসার কোন মূল্য নাই। যাহারা নিজেকেই সুখী করিতে পারে না, তাহাদের প্রশংসা অপ্রশংসার আবার মূল্য কি?

৫। অনিচ্ছুক হইয়া, স্বার্থপর হইয়া, পরামর্শ না করিয়া, কিংবা মনের আকস্মিক আবেগে কোন কাজ করিবে না। অদ্ভুত ধরণধারণ কিংবা রসিকতা প্রকাশ করিবারও চেষ্টা করিবে না। যতটা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা বেশী কথা কহিবে না, অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। তোমার যে অন্তর্দেবতা তোমার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সাবধান তুমি যেন তাঁহার বিশ্বাস না হারাও। তুমি যদি পুরুষ হও তো ঠিক পুরুষের মতন যদি স্ত্রীলোক হও তো ঠিক স্ত্রীলোকের মতন , তোমার যে বয়সই হউক ঠিক সেই বয়সের মতন আচরণ করিবে। পূর্ব্ব হইতেই এমন ভাবে লোকের নিকট তোমার বিশ্বাস ও পসার বজায় রাখিবে যে, হিসাব নিকাশের ছাড়পত্র চাহিবার সময়ে যেন তোমার শপথ করিতে না হয়−খরচের স্বাক্ষর-নিদর্শন দেখাইতে না হয়। তোমার মুখ যেন সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকে। বাহ্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিবে না, কিংবা অপরের নিকট হইতে শান্তি যাচ্ঞা করিবে না। এক কথায়−যষ্টির উপর ভর দিয়া থাকিবার জন্য আপনার পা দুটাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে না।

৬। সমস্ত মানব-জীবন-ক্ষেত্র খুঁজিয়া তুমি যদি এমন কিছু পাও যাহা ন্যায় ও সত্য হইতে , মিতাচার ও ধৈর্য্য হইতে, সদাচার-জনিত আত্মপ্রসাদ ও বিধাতার হস্তে আত্মসমর্পণ-জনিত চির-সন্তোষ হইতে অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে আমি বলি, তুমি তাহাকেই উত্তম মনে করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দিকে গমন কর। কিন্তু, যে দেবতা তোমার অন্তরে নিহিত, যিনি তোমার প্রকৃতি ও বাসনা-সমূহের প্রভু, যিনি তোমার মনের ভাব পরীক্ষা করিতেছেন এবং যিনি (সক্রেটিস্ এই কথা বলিতেন) আপনাকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি দেবতাদের শাসন মানিয়া চলেন, যিনি সমস্ত মানব জাতির শুভ কামনা করেন, সেই অন্তর্দেবতা অপেক্ষা মূল্যবান্ জিনিস যদি তোমার আর কিছুই না থাকে, যদি আর সমস্তই ইহার নিকট তুচ্ছ

বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে আর কাহারও হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিও না। কেন না, যদি আর কোন দিকে তুমি ঝুঁকিয়া পড়, তাহা হইলে, যাহা তোমার প্রকৃত মঙ্গল তৎপ্রতি তোমার অবিভক্ত মন প্রয়োগ করিতে পারিবে না; কেন না যাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও যাহা ভিন্ন জাতীয়–এরূপ কোন জিনিসকে (যেমন, লোক-প্রশংসা, ধন ঐশ্বর্য্য সুখ ইত্যাদি) যুক্তি-সঙ্গত ও রাষ্ট্র-সঙ্গত প্রকৃত মঙ্গলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেওয়া উচিত নহে। এই সকল জিনিস যদি একবার মনোরঞ্জন করিতে আরম্ভ করে তবে আর রক্ষা নাই, ক্রমে উহার প্রবল হইয়া মানুষের সমস্ত মনকেই বিকৃত করিয়া ফেলে। অতএব তোমার সমস্ত মনের ঝোঁক যেন একদিকেই যায়, যাহা সর্ব্বোত্তম সেই দিকেই যেন তোমার মন ধাবিত হয়। যাহা হিতকর তাহাই সর্ব্বোত্তম। বুদ্ধি -জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে যাহা হিতকর বিবেচনা করিবে তাহাই দৃঢ়হস্তে ধরিয়া থাকিবে, কিন্তু যদি উহা শুধু পাশব জীবনের পক্ষেই ইষ্টজনক হয়,–তখনই উহা ত্যাগ করিবে, এবং ঔদ্ধত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থির বুদ্ধির সহিত বিচার করিয়া দেখিবে। কিন্তু সাবধান, অনুসন্ধানে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়।

৭। যে কাজে তোমার বাক্যস্খলন হয়, লজ্জা চলিয়া যায়, যে কাজে কাহার প্রতি তোমার দ্বেষ, সন্দেহ, অভিসম্পাত প্রকাশ পায়, কিংবা এমন কোন কাজে তোমার প্রবৃত্তি হয়, যাহা দিনের আলোক সহিতে পারে না, যাহা জগতের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস পায় না, জানিবে, সে কাজ তোমার স্বার্থের অনুকূল নহে। যে ব্যক্তি আপনার মনকে, এবং আপনার অন্তর্দেবতার পূজাকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহার কোন শোকের অভিনয় করিতে হয় না, কোন দুর্দ্দশায় পড়িয়া পরিতাপ করিতে হয় না, তাহার বিজনতাও আবশ্যক হয় না, লোকসঙ্গও আবশ্যক হয় না; সে জীবনকে প্রার্থনাও করে না, জীবন হইতে পলায়নও করে না; তাহার শরীর, তাহার আত্মাকে দীর্ঘকাল কি অল্পকাল আবৃত করিয়া রাখিবে,–সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। যদি তাহার এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হয়,–জীবনের অন্য সমস্ত নিয়মিত কাজের জন্য সে যেমন প্রস্তুত, ইহার জন্যও সে তেমনি প্রস্তুত। যতদিনই সে বাঁচিয়া থাকুক,– যাহাতে তাহার মন, জ্ঞানবুদ্ধি-বিশিষ্ট সামাজিক জীবের যোগ্য কাজে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে পারে,–তাহার সমস্ত দীর্ঘ জীবনে, তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

৮। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংযত হইয়াছে, বিশোধিত হইয়াছে, তাহাকে যদি পরীক্ষা কর ত দেখিতে পাইবে, তাহার মধ্যে বিকৃতভাব, মলিনভাব, কিংবা মিথ্যাভাব কিছুই নাই। মৃত্যু তাহার অসম্পূর্ণ জীবনের সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে বিস্ময়বিহ্বল করিতে পারে না; কেহ এ কথা

বলিতে পারে না যে জীবনের নাট্যমঞ্চে তাহার অভিনয় শেষ না হইতে হইতেই সে প্রস্থান করিল। তা'ছাড়া, তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা দাসত্বব্যঞ্জক, কিংবা যাহা আড়ম্বরসূচক, সে অন্যের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আসক্তও হয় না, কিংবা তাহাদের হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকে না; তাহাদের নিকট তাহার দায়িত্বও নাই, তাহাদিগকে সে একেবারে বর্জ্জনও করে না।

৯। বিবেকবুদ্ধিকেই নিয়ত মানিয়া চলিবে; কেননা, যদি তুমি কোন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এমন কোন কাজে প্রবৃত্ত হও, যাহা বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধ, যাহা বুদ্ধিজ্ঞান বিশিষ্ট জীবের প্রকৃতির বিরুদ্ধ, তাহা হইলে, সেই বিবেকবুদ্ধিই তোমাকে সেই কাজ হইতে বিরত করিবে। এই জ্ঞানবুদ্ধি সমন্বিত মানব-প্রকৃতির অনুশাসন এই যে, অবিবেচনার সহিত কোন কাজ করিবে না, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেবতাদের আদেশ পালন করিবে।

১০। আর যত চিন্তা আলোচনা, সমস্তই তোমার মস্তিষ্ক হইতে দূর করিয়া দেও; কেবল উপরিউক্ত দুই চারিটি উপদেশ মনে রাখিও; আর মনে রাখিও, প্রতি মনুষ্যের জীবন বর্ত্তমানেই অবস্থিত,–যে বর্ত্তমানকাল কালের একটি বিন্দুমাত্র; কেননা, যাহা অতীত, তাহা অতিবাহিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎকাল অনিশ্চিত। জীবনের গতি সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে বদ্ধ; এবং মানুষ যেখানে অবস্থিতি করে, তাহাও জগতের একটি ক্ষুদ্র কোণ মাত্র। যে যশ খুব দীর্ঘস্থায়ী, তাহাই বা কতদিনের জন্য? হায়! যে সব ক্ষণস্থায়ী দীন মর্ত্ত্য মানব পৃথিবীতে একটু যশ রাখিয়া যায়, তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে অল্পই জানে; এবং তাহাদের সম্বন্ধেও আরও কম জানে, যাহারা তাহাদের বহুপূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

১১। উপরে যে সকল বিষয়ের ইঙ্গিত করিলাম, তাহার সহিত এই কথাটিও যোগ করিতে পারঃ–তোমার মনে যে কোন বিষয় উপস্থিত হইবে, তাহার লক্ষণ ও কার্য্যাদি-সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় লইবে; তাহা হইলে তাহার আসল প্রকৃতি কি, সে বস্তুটা স্বরূপতঃ কি, তৎসম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে ও সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিতে পরিবে। কেননা, এই জীবনে যাহা কিছু ঘটে, তাহা যদি পদ্ধতিক্রমে পরীক্ষা ও আলোচনা কর, তাহাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি জানিতে পার, প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োজন কি, কি প্রকারে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার ব্যবহার করে–সমগ্র বিশ্বের সম্বন্ধে, ও যে মানুষ সেই বিশ্বরূপ রাজধানীর একজন নাগরিক, সেই মানুষের সম্বন্ধে তাহার মূল্য কি, সেই বস্তু আমার মনের উপর কিরূপ ছাপ দেয়, উহা কত দিন স্থায়ী হয়, উহাকে ব্যবহার করিতে গেলে আমার

মধ্যে কি গুণ থাকা আবশ্যক−সুশীলতা, ধৈর্য্য, সত্যপরায়ণতা, সরলতা, ও আত্মনির্ভরশীলতা থাকা আবশ্যক কি না−এই সমস্ত যদি আলোচনা কর, তাহা হইলে তোমার মন যেরূপ মহত্ত্ব, লাভ করিবে, এমন আর কিছুতেই করিবে না।

১২। তুমি যদি বিবেকের শাসন মানিয়া চল, যদি শ্রম, বীর্য্য ও ধীরতার সহিত তোমার হাতের কাজগুলি সম্পাদন কর, তুমি যদি কোন নূতন আকর্ষণের প্রতি ধাবিত না হও, যদি তোমার অন্তর্দেবতাকে বিশুদ্ধ রাখ−এমনিভাবে বিশুদ্ধ রাখ যে এখনি বিধাতার দান বিধাতাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় ফিরাইয়া দিতে পার, যেন তোমার জীবনের শেষ পরীক্ষা−এই ভাবে যদি তোমার মনকে দৃঢ় ও সুসংযত কর, তুমি যদি এই সকল উপদেশবাক্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক, তোমার যেটি শ্রেষ্ঠ অংশ, তাহারই অনুগত হইয়া চল,−কিছুরই ভয় না করিয়া, কিছুরই আকাঙ্ক্ষা না করিয়া তোমার প্রকৃতির অনুসারে চল, নির্ভীকভাবে তোমার কথার সত্যতা রক্ষা কর, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক, তাহা হইলেই তুমি সুখী হইবে−এ কাজে সমস্ত জগৎও তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না।

১৩। যেমন অস্ত্রচিকিৎসকেরা আকস্মিক ঘটনার জন্য তাহদের অস্ত্রাদি সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখে, সেইরূপ তুমি সেই সব তত্ত্বজ্ঞানের মূলসুত্র ও নিয়ম ঠিক্ করিয়া রাখিবে, যাহার দ্বারা তুমি মানব বিষয়ের ও ঐশ্বরিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও; এবং ইহাও মনে রাখিও যে তোমার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজে, মানব-বিষয়ের সহিত ঐশ্বরিক বিষয়ের বিশেষ যোগ আছে; কারণ, ঐশ্বরিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, মনুষ্যের প্রতি তোমার ব্যবহার যথোচিত হইবে না।

১৪। উদ্দেশ্যহীন হইয়া আর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে না। বার্দ্ধক্যে তোমার কাজে লাগিবে বলিয়া তুমি যে তোমার জীবনের দৈনিক ঘটনা-সকল লিখিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাও পড়িবার সময় পাইবে না। তোমার গন্তব্য পথের দিকে দ্রুতপদে চল। আর আত্মবঞ্চনা করিও না, যদি তোমার নিজের উপর কিছুমাত্র মমতা থাকে, যতদুর পার, এখনও তোমার নিজের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হও।

১৫। মানুষের তিনটি জিনিষ আছে;−শরীর, হৃদয় ও মন। শরীরের ইন্দ্রিয়বোধ, হৃদয়ের আবেগ, মনের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যপদার্থের ছাপ পড়ে−এই বিষয়ে মানুষ, গো-মহিষাদি পশুর সমান; প্রবৃত্তির আবেগ ও আবেশে অধীর হইয়া পড়া−ইহা হিংস্রজন্তু, ফ্যালারিস্, ও নীরোর ন্যায়

ভোগবিলাসীদের ধর্ম্ম–নাস্তিক ও বিশ্বাসঘাতকদের ধর্ম্ম, এবং যাহারা লোক-লোচনের অগোচরে কাজ করে, তাহাদের ধর্ম্ম। এগুলি যদি মনুষ্য ও পশুর সাধারণ ধর্ম্ম, হইল, তবে এখন দেখা যাক্, সাধুব্যক্তির বিশেষ লক্ষণ কি? সাধুব্যক্তির বিশেষত্বটি এই যে, তাঁহার বিবেকবুদ্ধিই তাঁহার জীবনের নেতা; তাঁহার ভাগ্যে যাহা কিছু আইসে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট; বহির্ব্বিষয়ের কোলাহলে অবিচলিত থাকিয়া, তিনি তাঁহার অন্তর্দেবতাকে পরিশুদ্ধ রাখেন, শান্ত রাখেন, এবং তাঁহার আদেশবাণী দেববাণীর ন্যায় পালন করেন। বাক্যে তিনি সত্যপরায়ণ, কার্য্যে তিনি ন্যায়-পরায়ণ হয়েন। যদি সমস্ত জগৎ তাঁহার সততায় অবিশ্বাস করে, তাঁহার আচরণে প্রতিবাদ করে, তিনি যে সুখী, সে বিষয়ে সন্দেহ করে,–তথাপি তিনি তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হয়েন না, কিংবা, তাঁহার জীবনের গন্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র পরিভ্রষ্ট হয়েন না। তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া, শান্ত-দান্ত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়া, নিজ অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, সেই গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হয়েন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। তোমার প্রত্যেক কার্য্যের যেন একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে, এবং যে কার্য্য করিবে, ঐ জাতীয় কার্য্যের পক্ষে যেন উহা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয়।

২। কেহ কেহ বিজনবাসের জন্য, জনশূন্য পল্লীপ্রদেশে, সমুদ্র-তীরে, কিংবা পর্ব্বতে গমন করিয়া থাকে; এবং তুমিও এইরূপ করিবে বলিয়া অনেক সময় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক; কিন্তু আসলে ইহা একটা মনের খেয়াল বই আর কিছুই নহে। কেন না, তুমি ইচ্ছা করিলেই তোমার অন্তরের নিভৃত দেশে গিয়া বিশ্রাম করিতে পার। তোমার চিন্তাগুলি যদি এরূপ হয় যে, তাহাতে মনের শান্তি রক্ষিত হইতে পারে, মন সুব্যবস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে জানিবে, তোমার মন অপেক্ষা জনকোলাহলশূন্য বিজন স্থান আর কোথাও নাই। অতএব, নিভৃত মানসাশ্রমে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধনা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা; এবং এই উদ্দেশ্যে, কতকগুলি ভাল ভাল তত্ত্বকথা তোমার বিজনবাসের সম্বল করিয়া রাখিবে। একটা দৃষ্টান্ত;-কিসে তোমার মন উদ্বেজিত হইয়াছে?–সংসারের শঠতায়? ইহাই যদি তোমার উদ্বেগের কারণ হয়–তোমার বিষহারী ঔষধটা ত তোমার নিকটেই আছে। ইহাই বিবেচনা করিবে, পরস্পরের হিতের জন্যই, জ্ঞানপ্রধান জীবদিগের সৃষ্টি, ক্ষমা ন্যায়েরই একটা অংশ, এবং লোকে যে অন্যায় কার্য্য করে, সে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, কত লোক কলহবিবাদে, সন্দেহ ও শত্রুতায় তাহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়াছে; কিন্তু এখন তাহারা কোথায়?–তাহার কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছে। অতএব শান্ত হও, চিত্তকে আর বিচলিত করিও না। জগতের বর্ত্তমান ব্যবস্থাটা তোমার ভাল না-ও লাগিতে পারে। বিকল্পে অন্য ব্যবস্থা কি হইতে পারে, একবার ভাবিয়া দেখঃ–হয় একজন বিধাতা, নয় কতকগুলা পরমাণু জগৎকে শাসন করিতেছে। জগৎ যে একটা সুব্যবস্থিত নগরের মত শাসিত হইতেছে, তাহার কি অসংখ্য প্রমাণ এখনও পাও নাই? তোমার শরীরের অসুস্থতাবশতঃ তুমি কি কষ্ট পাইতেছ? যদি তোমার অন্তরাত্মা স্বকীয় শক্তি ও অধিকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকে, তবে ইন্দ্রিয়-প্রবাহ অবাধে চলিতেছে, কি বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে তোমার আইসে-যায় কি? তাহার পর, সুখদুঃখের গূঢ় তত্ত্বটা একবার ভাবিয়া দেখ। তবে কি যশের জন্য তোমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে? তাহা যদি হইয়া থাকে, মনে করিয়া দেখ, পৃথিবীর জিনিস কত শীঘ্র অন্তর্হিত হয়–লোকে সে সমস্ত কত শীঘ্র ভুলিয়া যায়। মধ্যে অনন্তকাল, তাহার দুই পার্শ্বে

বিস্মৃতির অতলস্পর্শ। লোক-প্রশংসা! মনে করিয়া দেখ, উহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, অল্প কাল স্থায়ী, অল্প পরিসরের মধ্যে বদ্ধ, এবং যাহাদের প্রশংসা চাহিতেছ, তাহারাও কি ক্ষুদ্রবুদ্ধি। সমস্ত পৃথিবী একটি বিন্দুমাত্র; এই বিন্দুর মধ্যে আবার তোমার বাসস্থানটি কি ক্ষুদ্র, এবং সংখ্যা ও যোগ্যতায় তোমার ভক্ত-বৃন্দও কি অকিঞ্চিৎকর। মোদ্দা কথা,–বিশ্রামের জন্য, আপনার ক্ষুদ্র অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিতে ভুলিও না। মানুষের মত, স্বাধীন জীবের মত স্বাধীনভাবে সহজভাবে সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখ; ইহার মধ্যে কোন যুঝাযুঝির ভাব নাই। তোমার অন্য পুঁজির মধ্যে এই দুইটি বীজমন্ত্রও যেন তোমার সর্ব্বদা হাতের কাছে থাকেঃ-প্রথম, কোন বহির্বিষয় অন্তরাত্মাকে বিচলিত করিতে না পারে; বহির্বিষয়গুলা বাহিরেই অচলভাবে অবস্থিতি করে; চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ আত্মার অন্তর হইতেই–অন্তরের ভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়, কাল-যবনিকা এখনি পতিত হইবে, বর্ত্তমান দৃশ্যটি একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। তোমার জীবনের মধ্যে কত বড় বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তুমিত তাহা দেখিয়াছ। এক কথায়, জগতের সমস্তই শুধু কতকগুলি রূপান্তর-পরম্পরা, জীবনটা অন্তরের কতকগুলি ভাব বই আর কিছুই নহে।

৩। যদি বুদ্ধিবৃত্তিটা আমাদের সকলেরই সাধারণসামগ্রী হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তির হেতু যে প্রজ্ঞা, তাহাও অবশ্য আমাদের সাধারণ জিনিস হইবে; এবং আর-একটা বুদ্ধি, যাহা বিধি-নিষেধের দ্বারা আমাদের আচরণকে নিয়মিত করে, সেই বিবেকবুদ্ধিও আমাদের সাধারণ সম্পত্তি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, সমস্ত মানবজাতিই একটা সাধারণ নিয়মের অধীন; তাহা যদি হইল, তবে সমস্ত জাতিই এক রাষ্ট্রের অধীন, সকলেই এক রাজ্যের প্রজা।

৪। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই প্রকৃতির গূঢ় রহস্য এবং উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। জীবন যে সকল উপাদানকে একত্র সম্মিলিত করে, মৃত্যু সেইগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেয়–বিলীন করিয়া দেয়। অতএব ইহাতে এমন কিছুই নাই–যাহাতে মানুষ লজ্জা পাইতে পারে;-এমন কিছুই নাই–যাহা জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং মানব-প্রকৃতির পরিকল্পনার বিরুদ্ধ।

৫। আচরণ ও মনের ভাব প্রায় একই জিনিস্ বলিলেই হয়। অমুক প্রকৃতির লোকের অমুক প্রকার আচরণ অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে যদি আশ্চর্য্য হও, তাহা হইলে, ডুমুর গাছ রসদান করে বলিয়াও তুমি আশ্চর্য্য হইবে। এটা যেন মনে থাকে, তুমি ও তোমার শত্রু উভয়েই সরিয়া পড়িবে; এবং শীঘ্রই তোমাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

৬। তুমি ব্যথিত হইয়াছ বলিয়া মনে করিও না,−তাহা হইলেই তোমার ব্যথা চলিয়া যাইবে। ব্যথা জানাইও না, দেখিবে তোমার ব্যথা আর নাই।

৭। যাহাতে মনুষ্যত্বের হীনতা হয়, তাহাতেই মানুষের প্রকৃত হীনতা। তা ছাড়া,−কি বাহিরে, কি অন্তরে,−মানুষের আর কোন অনিষ্টের কারণ নাই।

৮। এই দুইটি মূলমন্ত্র যেন তোমার জীবনের নিয়ামক হয়ঃ−প্রথমতঃ, তোমার অন্তরে যিনি নিয়ন্তারূপে, অধিপতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বিবেকের আদেশ ও উপদেশ ছাড়া তুমি কোন কাজ করিবে না; যাহা মনুষ্যের পক্ষে হিতজনক, সেই কাজই করিবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি তোমার কোন বন্ধু তোমার মত-পরিবর্ত্তনের পক্ষে উৎকৃষ্ট হেতু দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মত পরিবর্ত্তন করিবে। সাধারণের হিত ও ন্যায়ধর্ম্মের খাতিরেই তুমি তোমার মত পরিবর্ত্তন করিতে পার, তোমার খেয়াল অনুসারে, কিংবা যশের জন্য মত পরিবর্ত্তন করিবে না।

৯। এখন তোমার প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে রহিয়াছে, ব্যষ্টিভাবে রহিয়াছে; শীঘ্রই উহা সমষ্টির মধ্যে মিশাইয়া যাইবে;−যে বিশ্ব-প্রজ্ঞা হইতে তুমি জন্মলাভ করিয়াছ, তাহাতেই তুমি আবার প্রবেশ করিবে।

১০। জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলিতে আরম্ভ কর;-এখন যাহারা তোমাকে বানর বলিয়া, পশু বলিয়া, অবজ্ঞা করিতেছে, তাহারাই আবার তোমাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে।

১১। দশ হাজার বৎসর যেন তুমি অনায়াসে অপব্যয় করিতে পার, এরূপভাবে কোন কাজ করিও না। মৃত্যু তোমার শিয়রে বসিয়া আছে। জীবন থাকিতে থাকিতেই একটা কিছু ভাল কাজ কর , এবং তাহা তুমি অনায়াসেই করিতে পার।

১২। যে ব্যক্তি পরছিদ্রানুসন্ধান না করিয়া, পরচর্চ্চা না করিয়া, কিসে আপনি ভাল হইবে, সৎ হইবে, সেই উদ্দেশে আপনার প্রতিই তাহার সমস্ত অন্তর্দৃষ্টি নিয়োগ করে, সে ব্যক্তি কতটা সময় হাতে পায়, তাহার কাজ কত সহজ হইয়া পড়ে।

১৩। আমি মরিয়া গেলে, আমার কথা লইয়া সকলেই বলাবলি করিবে,–এই মনে করিয়া যাহারা আপনার স্মৃতির জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, তাহারা ভাবে না, তাহার পরিচিত লোক সকলেই চলিয়া যাইবে। বংশপরম্পরাক্রমে তাহার যশ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকিবে; পর পর বংশ, যাহারা নিজেই যশের প্রার্থী, তাহার পূর্ব্ববংশীয় লোকের যশকে লাঘব করিবে, এইরূপে সেই যশ একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। আচ্ছা, মানিলাম তোমার স্মৃতি অমর, তোমার ভক্ত লোকেরা অমর কিন্তু তাহাদের প্রশংসায় তোমার কি লাভ? তোমার মৃত্যুর উত্তর-কালের কথা বলিতেছি না, মনে কর–তুমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই যদি খুব প্রশংসা পাও, সে প্রশংসায় যদি সাধারণের কোন হিত না হয়, তাহা হইলে সে প্রশংসার মূল্য কি?

১৪। যাহা কিছু ভাল, তাহা স্বতই ভাল; সে ভাল গুণ সে নিজের স্বরূপ হইতেই পাইয়াছে; লোকের প্রশংসা তাহার কোন অংশ নহে। অতএব শুধু প্রশংসিত হইয়াছে বলিয়া কোন জিনিস ভালও নহে, মন্দও নহে। ন্যায়, সত্য, সুশীলতা, সংযম–এই সমস্ত জিনিস কোন প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ যদি মাণিকের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া নীরব থাকে, তাহাতে মাণিকের উজ্জ্বলতার কি কিছু মাত্র লাঘব হয়?

১৫। যদি মৃত্যুর পরেও মানব-আত্মার অস্তিত্ব থাকে তাহা হইলে অনন্তকাল হইতে যে সকল আত্মা ক্রমাগত ইহ-লোক হইতে অপসৃত হইতেছে, তাহাদের জন্য আকাশে কি স্থান হইবে? ভাল, আমি জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীতে যে এত লোক কবরস্থ হইতেছে তাহাদের জন্য কি স্থান হইতেছে না? প্রত্যেক শব কিছুকাল থাকিয়া পরিবর্ত্তিত ও বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহার স্থান আবার অন্য শব আসিয়া অধিকার করিতেছে; সেইরূপ যখন কোন মানুষ মরে, তাহার মুক্ত-আত্মা আকাশে চলিয়া যায়, তখন সে কিছুকাল সেই ভাবে থাকিয়া আবার পরিবর্ত্তিত হয়, পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, অনলশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হয়; অথবা বিশ্বের প্রজননী শক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা পর-পর অন্য আত্মার জন্য স্থান ছাড়িয়া দেয়।

১৬। উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিও না; তোমার উদ্দেশ্য যেন সৎ হয়, তোমার বিশ্বাস যেন ধ্রুব হয়।

১৭। হে বিশ্বপ্রকৃতি! তোমার যাহা প্রীতিকর, আমার নিকটেও তাহাই প্রীতিকর। তুমি যাহা সময়োচিত বলিয়া মনে কর, আমি তাহা বেশী শীঘ্র আসিয়াছে, কিংবা বেশী বিলম্বে অসিয়াছে বলিয়া মনে করি না। হে বিশ্বপ্রকৃতি! তোমার ঋতুরা যে সব ফল আনয়ন করে, তাহাই আমার পক্ষে উপাদেয়। তোমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তোমাতেই স্থিতি করে, এবং তোমাতেই পুনর্ব্বার প্রবেশ করে।

১৮। ডেমক্রিটান্ বলেন;—"যদি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে চাহ, তবে অধিক কাজের ভার হাতে লইও না।" আমার মনে হয়,—এই কথা বলিলে আরও ভাল হইত যে "নিতান্ত আবশ্যক ছাড়া কোন কাজ করিবে না; সামাজিক জীবের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য এবং যে প্রণালীতে কাজ করা কর্ত্তব্য তাহাই করিবে।" কারণ এই নিয়মানুসারে, কাজ অল্প হইলেও, তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, এবং কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার সুখ তাহা হইলে আমরা অনুভব করিতে পারি। আমরা যে সকল কথা কহি, যে সকল কার্য্য করি, তাহার অধিকাংশই অনাবশ্যক; আমাদের কথা ও আমাদের কাজ যদি কমাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের হাতে অনেক অবসর থাকে, মনও বিচলিত হয় না। অতএব কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনাকে আপনি এই প্রশ্নটি করিবে, "এমন কোন জিনিসে হাত দিতেছি কি না, যাহা প্রায় অনাবশ্যক?" আমাদের কি চিন্তা, কি কার্য্য—উভয়ের সম্বন্ধেই এই কথাটি মনে করিবে। কেননা, অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা,—অনাবশ্যক কার্য্যকে টানিয়া আনে।

১৯। এ দিকটা দেখিয়াছ কি? তবে ও দিক্‌টাও এক বার দেখ। মনকে বিচলিত হইতে দিবে না; তোমার মনের যেন একটিমাত্র সংকল্প হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন দোষে দোষী হয়, তবে সে আপনারই অনিষ্ট করে,-আপনার নিকটেই দোষী হয়। যদি তোমার কোন সুবিধা কিংবা লাভ হইয়া থাকে,—জানিবে সে বিধাতার দান। বিশ্বজনীন কারণ হইতে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহা তোমার অদৃষ্টে গোড়া হইতেই আছে। মোটের উপর জীবন ক্ষণস্থায়ী; অতএব ন্যায়পরায়ণ হও, দূরদর্শী হও, জীবনের সদ্ব্যবহার কর, আত্মবিনোদনের সময় সতর্ক থাকিও।

২০। হয় এই জগৎ জ্ঞানময় সংকল্প হইতে, নয় আকস্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন। যদি আকস্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি ইহা জগৎ—অর্থাৎ সুষমাবিশিষ্ট একটি সুন্দর গঠন। যদি

কোন মানুষ আপনার গঠনে সুষমা দেখিতে পায়,–তবে সে কি বিশ্বজগৎকে বিশৃঙ্খলার রাশি বলিয়া মনে করিবে–সেই বিশ্বজগৎ যাহার অন্তর্গত মহাভূতদিগের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাও ক্রমে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

২১। জগতে কি আছে–না জানা, এবং জগতে কি ঘটে–না জানা,–প্রায়ই একই কথা হইয়া দাঁড়ায়। জগতে কি আছে–যে জানে না, এবং জগতে কি ঘটে–যে জানে না–উভয়ই জগতের সহিত সমান অপরিচিত। সে একপ্রকার রাষ্ট্রের “পলাতক আসামী” বই আর কিছুই নহে। যে জ্ঞানের চক্ষু বুজিয়া থাকে, সে অন্ধ; যাহার নিজের বাড়ী সুসজ্জিত নহে, যে আর একজনের সাহায্য চাহে,–সে ভিক্ষুক। আপনার মনের মত সব হইতেছে না বলিয়া যে সর্ব্বদাই খুঁৎখুঁৎ করে এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, সে জগতের একপ্রকার দুষ্ট ক্ষতস্বরূপ। একথা সে একবার ভাবিয়া দেখে না,–যে কারণ হইতে তাহার অপ্রিয় ঘটনাটি ঘটিয়াছে, সেই কারণ হইতেই সে নিজেও উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বার্থপর, সমস্ত জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের বিশ্ব-আত্মা হইতে যে আপনার আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে সে একপ্রকার স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত রাষ্ট্রদ্রোহী।

২২। এক জায়গা হইতে আলোচনা আরম্ভ কর: Vespatianএর আমলে জগৎ কিরূপ চলিতেছিল একবার ভাবিয়া দেখ;–দেখিবে এখনও যেমন তখনও তেমনি। কেহ বিবাহ করিতেছে, কেহ বা শিক্ষায় ব্যাপৃত, কেহ বা রোগগ্রস্ত, কাহারও বা মৃত্যু আসন্ন, কেহ বা যুদ্ধ করিতেছে, কেহ বা ভোজন করিতেছে; কেহ বা হলকর্ষণ করিতেছে, কেহ বা কেনা-বেচা করিতেছে; কেহ বিনয়ী, কেহ বা গর্ব্বিত; কেহ বা ঈর্ষ্যাপরায়ণ, কেহ বা শঠ; কেহ বা বন্ধুগণের মৃত্যু কামনা করিতেছে, কেহ বা রাজকার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহীসভার সভ্য হইতেছে; কেহ প্রেমিক, কেহ বা কৃপণ, কেহ বা প্রদেশের, কেহ বা রাজ্যের শাসনদণ্ড ধারণ করিতেছে। কিন্তু সে সময়কার সমস্ত ব্যাপার বহুকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, Trojan-এর আমলে আইস। এস্থলেও তাই, তাহারাও সব চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ আলোচনা করিয়া দেখ, অন্য কালে এবং অন্য দেশে তোমার চিন্তাকে লইয়া যাও,–সেখানেও দেখিবে কত লোক কত বিচিত্র কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া অবশেষে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তোমার পরিচিত লোকদিগকে স্মরণ করিয়া দেখ, কত বৃথা কার্য্যে, তাহারা ধাবমান হইয়াছে; আত্মার মর্য্যাদা তাহারা উপেক্ষা করিয়াছে, স্বকীয় অন্তঃপ্রকৃতিকে তাহারা অবহেলা করিয়াছে, তাহাকে লইয়া তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই–তাহাতেই তাহারা দৃঢ়রূপে আসক্ত হয় নাই।

২৩। মনে রাখিও, যে কার্য্যের যতটা ওজন ও গুরুত্ব সেই পরিমাণে তাহাতে ব্যাপৃত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি তুচ্ছ বিষয় হইতে বিরত হও, তাহা হইলে বৃথা আমোদপ্রমোদ অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারিবে।

২৪। যে সকল শব্দ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এখন তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। হা! শুধু তাহাই নহে; কালক্রমে যশও ম্লান হইয়া যায়, এবং ভাষার ন্যায় মানুষও অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। Camillus, Coeso, Volesus, Leonatus এই সব নাম এখন নিতান্ত "সেকেলে" হইয়া পড়িয়াছে; Cipio, Cato, Augustus এবং তাহার পর Hadrian, Antonious এই সকল নামও শীঘ্র ঐ দশা প্রাপ্ত হইবে। এই সব জিনিস ক্ষণস্থায়ী, শীঘ্রই স্বপ্নকথার সামিল হইয়া পড়ে, বিস্মৃতির কবলে পতিত হয়। আমি সেই সকল লোকের কথা বলিতেছি যাঁহারা স্বকীয় যুগের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। অবশিষ্ট লোক ত মরিবামাত্রই বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হয়। ভাল, চিরস্থায়ী যশের অর্থ কি?—একটা তুচ্ছ অসার বস্তু ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে। তবে কো ন্‌ জিনিস আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইতে পারে? মনকে খাঁটি রাখা, সমাজের হিতের জন্য কাজ করা, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সাদরে ও অম্লানবদনে গ্রহণ করা—ইহা ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার বিষয় আর কিছুই নাই।

২৫। তরঙ্গতাড়িত পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান হও, তরঙ্গসমূহ পর্ব্বতকে আঘাত করিয়া অবশেষে আপনিই উপশান্ত হয়। অমুক ব্যক্তি বলিলেন—"আমার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে—আমি কি দুর্ভাগ্য!" মোটেই না! বরং তাহার বলা উচিত,—"এই দুর্ঘটনায়, আমি যে বিচলিত হই নাই—বর্ত্তমানে নিষ্পেষিত হই নাই, ও ভবিষ্যতের জন্যও ভীত হই নাই—ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমার ন্যায় অন্য কাহারও এই দুর্ঘটনা হইতে পারিত; কিন্তু এই দুর্ঘটনায়, আমার ন্যায় সকলেই এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না।"

২৬। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় যে দুর্ভাগ্য, তদপেক্ষা দুর্ঘটনা সহ্য করার সৌভাগ্য কি আমার অধিক নহে? যে ঘটনা মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে পারে না, তাহা কেমন করিয়া মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় হইতে পারে? তুমি যদি ন্যায়বান্‌ হইতে চাহ, মহানুভব হইতে চাহ, মিতাচারী ও বিনয়ী হইতে চাহ, বিবেকী, সত্যপরায়ণ ভক্তিমান ও দাসত্ব-বিমুখ হইতে চাহ—এই দুর্ঘটনা কি তোমাকে বাধা দিতে পারে? যে ব্যক্তির এই সকল গুণ আছে—মানব-স্বভাবে যাহা থাকা উচিত

তাহাই তাহার আছে। কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে এই বীজ-মন্ত্রটি স্মরণ করিবেঃ—এই দুর্ঘটনাটি দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে, বরং ভাল করিয়া সহ্য করিতে পারিলে উহা সৌভাগ্যেই পরিণত হইবে।

২৭। প্রাতঃকালে যখন শয্যাত্যাগ করিতে অনিচ্ছা হইবে, তখন এই কথাগুলি আপনার নিকট বলিবেঃ—মানুষের কাজ করিবার জন্য আমি এখন গাত্রোত্থান করিতেছি, কিন্তু সে কার্য্যসাধনের জন্য আমি সৃষ্টি হইয়াছি, যাহার জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি, সে কার্য্য সাধন করিতে আমার মন যাইতেছে না। তবে কি শুধু ঝিমাইবার জন্য, নেপের ভিতর গরম থাকিবার জন্য আমি সৃষ্টি হইয়াছি? তা হোক্! কিন্তু ইহাতে বেশ আরামে থাকা যায়। মানিলাম। কিন্তু তুমি কি শুধু সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মিয়াছ? তোমার কি কোন কাজ করিবার নাই? কার্য্যই কি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে? গাছপালা, পক্ষী, পিপীলিকা, মাকড়সা, মৌমাছি, ইহাদের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ দিকি—দেখিবে, তাহারা সকলেই আপনার স্বভাবানুযায়ী নিজ নিজ কাজ করিতেছে। তবে শুধু কি মানুষই মানুষের মত কাজ করিবে না? তোমার বৃত্তিসমূহকে জাগাইয়া তুমি কি তোমার স্বভাব অনুসারে কাজ করিবার জন্য ধাবমান হইবে না? তাহা হইলেও, বিশ্রাম না করিয়া বাঁচা যায় না। সত্য, কিন্তু প্রকৃতি পানাহারের জন্য একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এ বিষয়ে ত তুমি প্রায়ই সীমা অতিক্রম কর; যাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তাহা ছাড়াইয়া যাও। কিন্তু শুধু কাজ করিবার সময়েই, যাহা তোমার সাধ্যায়ত্ত, তাহা অপেক্ষাও কম করিবার দিকে তোমার প্রবণতা দেখা যায়। আসলে, আপনার প্রতি তোমার অনুরাগ নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে তুমি তোমার মানব-স্বভাবকে ভালবাসিতে এবং সেই মানব-স্বভাবের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে। দেখ না কেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় ভালবাসে, তখন সে তাহার কাজ যাহাতে সর্ব্বাংশে সুন্দর হয়, তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একজন ছুতোর ছুতোরের কাজকে,—একজন নৃত্যের শিক্ষক নৃত্যকলাকে যেরূপ সম্মান দেয়, তুমি তোমার মনুষ্যধর্ম্মকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান দেও। কিন্তু ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য, খ্যাতিলাভের জন্য, গর্ব্বস্ফীত ও ধনলুব্ধ ব্যক্তিদিগের কতই না আগ্রহ দেখা যায়। এই সকল লোক যখন একটা কিছু পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে। তুমি কি মনে কর, এই সকল তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ অপেক্ষা তাহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য সকল কম মূল্যবান্?

২৮। যতক্ষণ না আমার চলৎশক্তি রহিত হয় ততক্ষণ আমি প্রকৃতির পথে—ধর্ম্মের পথে চলিব, তাহার পর আমি বিশ্রাম করিব; যে বায়ু হইতে আমার দৈনিক নিঃশ্বাস পাইয়াছি, সেই বায়ুর মধ্যে

আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব; যে ধরণী আমার পিতৃপুরুষদিগকে পোষণ করিয়াছেন, আমার ধাত্রীকে দুগ্ধ যোগাইয়াছেন এবং এতদিন আমার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহের অপব্যবহার করিলেও যিনি সমস্ত সহ্য করিয়াছেন, অন্তিমে সেই ধরণীর ক্রোড়েই শয়ন করিব।

২৯। উপকার করিয়া কেহ কেহ প্রতিদানস্বরূপ তোমার নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা চাহিয়া থাকে; কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বিনীত; তাহারা তোমার যে উপকার করে, তাহা মনে করিয়া রাখে, এবং তুমি যে তাহার নিকট ঋণী কতকটা সেই ভাবে তোমাকে দেখে। আর এক প্রকৃতির লোক আছে, তাহারা উপকার করে অথচ জানে না তাহারা উপকার করিতেছে। উহারা কতকটা দ্রাক্ষালতার মত; দ্রাক্ষালতা ফল ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট; গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ধারণ করে অথচ তাহার জন্য ধন্যবাদ প্রত্যাশা করে না। একটা শীকারী কুকুর যখন ভাল করিয়া তাহার কাজ করে কিংবা যখন কোন মৌমাছি একটু মধু সঞ্চয় করে তখন তাহারা কোন সোর-সরাবৎ করে না। যাহার উপকার করিয়া সে কথা কিছু মনে করে না, তাহাদিগেরই আচরণ আমাদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

৩০। চিকিৎসক কোন রোগীর জন্য অশ্বারোহণের ব্যবস্থা করেন, কোন রোগীকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে উপদেশ দেন। বিশ্বপ্রকৃতিও কতকটা এই উদ্দেশেই কাহারও জন্য পীড়া, কাহারও জন্য অঙ্গনাশ, সম্পত্তিনাশ, এবং এইরূপ অন্যান্য বিপদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যেরূপ প্রথম স্থলে "ব্যবস্থার" অর্থ রোগীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে উপদেশ, সেইরূপ শেষোক্ত স্থলে "ব্যবস্থার" অর্থ, প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি ও অদৃষ্টের উপযোগী বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ। দেয়ালে পাথরগুলা ভাল করিয়া যোড়া দেওয়া হইলে কারিগরেরা বলিয়া থাকে, পাথরগুলা বেশ খাপে খাপে বসিয়াছে; আমাদের জীবনের কঠোর ঘটনাগুলিকে এইরূপ ভাবে দেখা উচিত। যেমন এই জগৎ বিশ্বপ্রকৃতির উপাদানেই গঠিত, বিশ্বপ্রকৃতি হইতেই এই জগৎ স্বকীয় রূপ ও সমগ্রতা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ ইহার মধ্যে যে কার্য্যকারণ-পরম্পরা রহিয়াছে তাহারই যোগাযোগে অদৃষ্টের বিশেষ ফলাফল প্রসূত হয়। সাধারণ লোকে এ কথা বেশ বোঝে। তাহাদের বলিবার ধরণটা এইঃ—"অমুকের এইরূপ ঘটিয়াছে, কেন না, ইহা তাহার অদৃষ্টে ছিল।" চিকিৎসকের ব্যবস্থা-পত্র অনুসারে যেমন আমরা চলিয়া থাকি, সেইরূপ আমাদের ললাট-লিপির কথাও যেন আমরা অকাতরে পালন করি। অরুচিকর ও তিক্ত হইলেও, স্বাস্থ্যের খাতিরে ঔষধ যেমন আমরা হৃষ্টচিত্তে গলাধঃকরণ করি; সেইরূপ, প্রকৃতি যাহাকে হিতজনক ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন, তাহাকে তোমার নিজের স্বাস্থ্যের মত মনে করিবে। অতএব যখন কোন দশা বিপর্য্যয় ঘটিবে, তখন তাহা শান্ত ভাবে গ্রহণ

করিবে। ইহা বিশ্বজগতের স্বাস্থ্যের উদ্দেশেই ঘটিয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত জানিও, যদি জগতের হিত না হইত, তাহা হইলে কখনই এই দুর্ঘটনা তোমার নিকট প্রেরিত হইত না। আর প্রকৃতি কখনই খামখেয়ালি ভাবে কাজ করেন না, তিনি এমন কোন কাজ করেন না, যাহা তাঁহার শাসনাধীন জীবসমূহের অনুপযোগী। অতএব, দুই কারণে তোমার নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবেঃ–প্রথমতঃ,–অতীব উচ্চ ও অতীব পুরাতন কারণসমূহ হইতে তুমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ইহা গোড়া হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র জগতের সাধারণ হিতের জন্য ব্যক্তিবিশেষের অদৃষ্ট নির্দ্ধারিত হয়। সমগ্র হইতে কিয়দংশ ছাঁটিয়া ফেলিলে সমগ্রকে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলা হয়, সমগ্রের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। অতএব, তুমি যদি আপনার অবস্থায় অসন্তুষ্ট হও,–তাহার অর্থ এই, তুমি বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গহানি করিতে চাহ, তোমার যতটা সাধ্য, জগৎকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিতে চাহ।

৩১। বস্তু ও রূপ লইয়া–অর্থাৎ শরীর ও আত্মা লইয়াই আমার সত্তা; ইহার কোনটাই ধ্বংস হইবার নহে; কেন না, উহারা ‘নাস্তি’ কিংবা ‘কিছু না' হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং আমার সত্তার প্রত্যেক অংশ জগতের কোন-না-কোন কাজে লাগিবে, এবং এই অংশ আবার অপর অংশে পরিবর্ত্তিত হইবে–এবং এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরা অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। এই চিরপরিবর্ত্তনের পদ্ধতি হইতেই আমার সত্তা উৎপন্ন হইয়াছে,–আমার পূর্ব্বে, আমার পিতার সত্তাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে–এইরূপ অনাদি অতীত কাল হইতেই এই প্রবাহ চলিতেছে।

৩২। প্রজ্ঞা ও যুক্তি আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত–অপরের সাহায্য উহাদের প্রয়োজন হয় না। উহারা আপনার মধ্যেই বিচরণ করে এবং অব্যবহিতরূপে কার্য্য করে; প্রজ্ঞা ও যুক্তি অনুসারে আমরা যে কাজ করি তাহাই ঠিক্ কাজ, উহা ঠিক্ পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া যায়।

৩৩। মানুষের হিসাবে যে সমস্ত জিনিস মানুষের তাহাই মানুষের নিজস্ব, তাহা ছাড়া মানুষের নিজস্ব কিছুই নহে। কেন না, মনুষ্যত্বের ভাবের মধ্যে ঐ সমস্ত জিনিসের সমাবেশ নাই, সুতরাং মানুষের হিসাবে সে সমস্ত জিনিসে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমাদের মনুষ্যত্ব সেই সকল জিনিস দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে না, এবং সেই সকল জিনিসে আমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণতাও সম্পাদিত হয় না। সুতরাং সেই সমস্ত মানুষের প্রধান লক্ষ্য নহে। যদি এই সমস্ত বাস্তবিকই আমাদের একান্ত আবশ্যক হইত, তাহা হইলে ঐ সকলের জন্য কেন আমাদের অবজ্ঞা উপস্থিত হয়, এবং সেই সমস্ত ছাড়িয়া সুখী হইতে পারিলে কেন উহা এত প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে?

যদি বাস্তবিকই ঐ সকল জিনিস আমাদের পক্ষে ভাল হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া কি নিতান্ত বাতুলতার কাজ নহে? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। কেন না, আমরা ইহা বেশ জানি,–এই সকল বিষয়সম্বন্ধে আত্মত্যাগ ও ঔদাসীন্য আবশ্যক, এবং ঐ সকল বিষয় আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলে যে ধৈর্য্য আবশ্যক সেই ধৈর্য্যই সাধু ব্যক্তির লক্ষণ।

৩৪। জগতের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার পূজাতেই আপনাকে নিয়োগ করিবে। সেটি কোন পদার্থ?–তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ও পরিশাসিত হইতেছে। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকে যেমন তুমি পূজা করিয়া থাক , সেইরূপ তোমার অন্তরের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকেও তোমার পূজা করা কর্ত্তব্য , তাহা পরমদেবতারই কাছাকাছি। সেটি যে তোমার অন্তরের প্রভু, তোমার কার্য্য ও ভাগ্যের কর্ত্তা-তাহা তাহার কার্য্যগুণেই প্রকাশ পায়।

৩৫। জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে,–কত শীঘ্র প্রকৃতির দৃশ্যসমূহ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা তাবিয়া দেখিবে। ভৌতিক জগৎ নিত্য নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তনের কার্য্য চলিতেছে–কার্য্যকারণের মধ্য দিয়াই সেই পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহার কোন স্থায়িত্ব নাই। তাহার পর, আমাদের খুব নিকটেই, অতীত ও ভবিষ্যৎরূপ দুইটা রসাতল মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে–তাহার অভ্যন্তরে সমস্ত পদার্থ অন্তর্হিত হইতেছে। অতএব সে কি মূঢ় যে এই সমস্ত ক্ষণিক পদার্থের জন্য গর্ব্বিত হয়, উদ্বিগ্ন হয়, দুঃখিত হয়–হায়! যেন এই সমস্ত পদার্থ চিরকাল থাকিবে।

৩৬। মনে রাখিবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তুমি একটি পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; তোমার ভাগ্যে যে কালাংশ পড়িয়াছে তাহারও কি অপরিমেয় স্বল্পতা, এবং অদৃষ্টরাজ্যের মধ্যেও তুমি কি নগণ্য!

৩৭। তোমার দৈহিক অনুভূতিসমূহ প্রীতিজনকই হউক, বা অপ্রীতিজনকই হউক, তোমার অন্তরে যে কর্ত্তৃপুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন–সেই সকল অনুভূতির সহিত যেন তাঁহার বিশেষ কোন সংস্রব না থাকে। দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের অনুভূতি সেই সেই অংশের মধ্যেই বদ্ধ থাকুক ; তোমার মন যেন তাহাদের হইতে তফাতে থাকে,–তাহাদের সহিত যেন মিশ্রিত না হয়। এ কথা সত্য, সমবেদনার নিয়ম-প্রভাবে আমরা দেহের প্রত্যেক অংশের বেদনা ন্যুনাধিক পরিমাণে

অনুভব করিয়া থাকি; কেন না প্রকৃতির নিয়মকে একেবারে অতিক্রম করা যায় না। তবে, দৈহিক অনুভূতি একেবারে নিবারণ করিতে না পারিলেও, উহাকে অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া কিংবা উহাকে আমাদের ভাল মন্দের প্রধান হেতু বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে।

৩৮। দেবতাদিগের সহিত আমাদের একত্র বাস করা উচিত। তিনিই দেবতাদিগের সহিত বাস করেন যিনি বিধাতার বিধানে নিত্য তুষ্ট এবং যিনি সেই অন্তর্দেবতার আজ্ঞা পালন করেন যে দেবতা বিধাতারই প্রতিনিধি ও ঈশ্বরের আত্মজ। এই দেবতা আর কেহই নহেন—ইনি সেই অন্তরাত্মা—সেই বিবেকবুদ্ধি যাহা সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে।

৩৯। মনে করিয়া দেখিবে, দেবতাদিগের প্রতি, পিতা মাতার প্রতি, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি, স্ত্রীপুত্রের প্রতি শিক্ষকের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, ভৃত্যের প্রতি তুমি বরাবর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। লোকে তোমার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারে কি না,—"ও ব্যক্তি কার্য্যে কিংবা বাক্যে কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।" আরও মনে করিয়া দেখিবে, কি পরিমাণ কাজ তুমি করিয়াছ, এবং তাহা সমাধা করিবার জন্য তোমার যথেষ্ট বল ও দৃঢ়তা ছিল কি না; তোমার কার্য্য যদি শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমার জীবনের ইতিহাসও শেষ হইয়াছে জানিবে। আরও মনে করিয়া দেখিবে, কত সুন্দর দৃশ্য তুমি দেখিয়াছ, কত সুখ দুঃখ তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ, কত যশকীর্ত্তি তুমি উপেক্ষা করিয়াছ, এবং অপকারী ব্যক্তির কত উপকার করিয়াছ।

৪০। তুমি শীঘ্রই ভস্ম ও কঙ্কালে পরিণত হইবে। পৃথিবীতে হয় ত তোমার নাম থাকিয়া যাইবে কিংবা যাইবে না। কিন্তু নাম জিনিস্‌টা কি? ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। তার পর, এ সংসারে যে সকল জিনিসের খুব আদর সে সমস্তই শূন্যগর্ভ, অসার, গলিত, ও অকিঞ্চিৎকর। ইহা কুকুরের হাড়-কাড়াকাড়ির মত; ইহা ছেলেদের খেলনা কাড়াকাড়ির মত—তাহারা পাইলে উৎফুল্ল হয়, আবার না পাইলে অশ্রুজলে ভাসে। তবে, এই পৃথিবীতে, কোন জিনিস্ তোমার অবলম্বন হইতে পারে? যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল ভাসমান ও পরিবর্ত্তনশীল হয়, যদি ইন্দ্রিয়গণ কুয়াসাচ্ছন্ন ও ভ্রমপ্রবণ হয়, যদি অন্তঃকরণ রক্তমাংসেরই রূপান্তরমাত্র হয়, এবং ক্ষুদ্র মানুষের নিন্দাপ্রশংসা যদি নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস হয়—আমাদের অবস্থা যদি বাস্তবিকই এইরূপ হয়, তবে যতক্ষণ না তোমার প্রাণবায়ু দেহ হইতে অপসারিত হইতেছে ততক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে একটু অপেক্ষা করিয়া থাক না কেন;—কিন্তু ততক্ষণ আমি কি করিব? ইহার সহজ উত্তর এই—দেবতাদের পূজা কর, দেবতাদের মহিমা কীর্ত্তন কর; মানুষের উপকার কর; এবং

সকলের শেষে এই কথাটি মনে রাখিও, তোমার রক্তমাংস ও নিঃশ্বাসের বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা তোমার নহে, তোমার আয়ত্তাধীন নহে।

৪১। তুমি যদি কোন কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ কর এবং যদি তোমার চিন্তা ও কার্য্যকে সুপ্রণালীক্রমে নিয়োগ কুর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। ঈশ্বর, মনুষ্য ও জ্ঞানবান্ জীবমাত্রেরই অন্তরে দুইটি তত্ত্ব বিদ্যমান;—একটি—বাহ্য বিষয়ের বাধা না মানা; আর একটি—এই কথাটি উপলব্ধি করা যে, সাধুভাব ও সাধু কার্য্য আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখে না, উহারা আপনারাই পরম সন্তোষের হেতু।

৪২। শুধু তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও, আর কিছুর জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। শীত হউক, গ্রীষ্ম হউক, লোকে তোমায় ভাল বলুক, মন্দ বলুক, কিছুরই জন্য চিন্তা করিও না; এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করিও না। জানিবে, জীবনকে ত্যাগ করাও জীবনের একটা কাজ; বর্ত্তমান কালের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই যথেষ্ট।

৪৩। সকল বস্তু তলাইয়া দেখিবে; কোন জিনিসের আসল গুণটি যেন তোমার দৃষ্টিকে এড়াইয়া না যায়।

৪৪। কোন অনিষ্টাচরণের অনুকরণ না করাই প্রতিশোধ লইবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

৪৫। জগতে যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই একজন জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের দ্বারাই হইতেছে। এই বিশ্ব-কারণের অন্য কোন সহকারী নাই; কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে—আর কোন মূলতত্ত্ব আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে নাই।

৪৬। হয় এই জগৎ কতকগুলা পরমাণুর সমষ্টি—যদৃচ্ছাক্রমে একবার মিশিতেছে আবার পৃথক হইয়া পড়িতেছে; নয় এই জগৎ সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত নিয়মের অধীন। যদি পূর্ব্বোক্ত কথাই ঠিক্ হয়, তবে কি জন্য আমি এমন জগতে থাকিতে যাই যেখানে এরূপ বিশৃঙ্খলা এবং সেখানে সমস্ত

পদার্থ এরূপ অন্ধভাবে একত্র মিশ্রিত হইয়াছে; তবে, যত শীঘ্র পারি পঞ্চভূতের সঙ্গে পুনর্ব্বার মিশিয়া যাওয়া ছাড়া আমার আর কিসের ভাবনা? তবে আর কিসের জন্য আমি এত কষ্ট পাই? যাই আমি করি না কেন, আমার পঞ্চভূত ত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইবেই। কিন্তু জগতের যদি কোন বিধাতা পুরুষ থাকেন,–তবে সেই জগতের মহান্ নিয়ন্তা ও শাসয়িতাকে আমি পূজা করিব, এবং তাঁহারই আশ্রয়ে নিশ্চিন্তমনে ও প্রফুল্লচিত্তে জীবন যাপন করিব।

৪৭। কোন প্রতিকূল ঘটনা তোমার চিত্তকে বিচলিত করিবামাত্র–তুমি তোমার অন্তরের জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিবে, প্রয়োজন না হইলে সেখান হইতে একপাও বাহির হইবে না; সেখানে গেলে, সে ঘটনা তোমার নিকট আর বেসুরা বলিয়া ঠেকিবে না–আবার সামঞ্জস্য লাভ করিয়া উহা তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসিবে।

৪৮। এই দৃষ্টান্তটি গ্রহণ কর, যদি তোমার সৎমা ও মা উভয়ই থাকেন, তুমি তোমার সৎমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, কিন্তু মার সঙ্গেই তোমার বেশী কথাবার্ত্তা হয়। সংসার ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ; সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানের নিকট থাকিয়াই তুমি বেশী আরাম ও আনন্দ লাভ করিবে। তত্ত্বজ্ঞানসম্মত ধর্ম্মজীবন যাপন করিলেই সংসার তোমার নিকট সহনীয় হইবে, তুমিও সংসারের নিকট সহনীয় হইবে।

৪৯। যখন কোন আমিষ-ব্যঞ্জন আমাদের নিকট আনীত হয়–তখন আমরা যেন মনে করি, ইহা একটা মৎস্যের মৃত শরীর, ইহা একটা পাখীর মৃত শরীর, এবং অন্যটি শূকরের মৃত শরীর; এই যে মদ্য–ইহা কতকগুলা আঙ্গুরকে পিষিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; এই যে আমার রাজপরিচ্ছদ–ইহা মেষের কতকগুলা লোম পাকাইয়া শামুকের রক্ত দিয়া রঞ্জিত। এইরূপ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখের সামগ্রীর কথা যদি ভাবিয়া দেখি ত দেখিব, উহারা ঐরূপ স্থূল উপাদানেই নির্ম্মিত; এবং এই ধারণাটিকে যেন আমাদের জীবনের সমস্ত বাহ্যাড়ম্বরে আমরা প্রয়োগ করি। যখন কোন বস্তুর বাহ্য চাকচিক্যে আমরা মুগ্ধ হই তখন তাহাকে যেন আমরা পরোখ করিয়া দেখি; যে সকল বাক্য তাহাকে সপ্তমস্বর্গে উত্তোলন করে সেই বাক্যাবরণটা তাহা হইতে খসাইয়া ফেলিলেই তাহার অসারতা উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, বাহ্যরূপ ও আকারে বড়ই বিড়ম্বিত হইতে হয়। বাহ্যরূপের ন্যায় প্রবঞ্চক আর দ্বিতীয় নাই। যখনই কোন পার্থিব পদার্থে মুগ্ধ হইবে, তখনই জানিবে তুমি প্রবঞ্চিত হইয়াছ।

৫০। যদি দেখ, কোন একটা বিষয় খুবই কঠিন, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ করিও না যে, কেহই উহা আয়ত্ত করিতে পারে না। যদি বিষয়টা যথোপযুক্ত হয় এবং আর কোন ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য হয়, তাহা হইলে বিশ্বাস করিও–উহা তোমারও সাধ্যায়ত্ত।

৫১। আমার ভুল যদি আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি হৃষ্টচিত্তে আমার মত পরিবর্ত্তন করিব। কেন না, আমার কাজ–সত্যানুসন্ধান করা, এ পর্য্যন্ত সত্যের দ্বারা কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই। যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও ভ্রমকেই ধরিয়া থাকে, তাহারই অনিষ্ট হয়।

৫২। আমি আমার কর্ত্তব্য করিতেছি–ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আর কোন বিষয়ের জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইব না।